মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যরা পূর্ণ প্যানেলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি পদে এডভোকেট গোলাম মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট নাজমুল হুদা, সহ-সভাপতি পদে নজরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শাহরিয়ার মাহামুদ শাওন, কোষাধক্ষ পদে রোকেয়া খাতুন, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নাগিব মহাফুজ জুয়েল, সিনিয়র সদস্য পদে আবুল হাসেম এবং সদস্য পদে এসএম আমানুল্লাহ আল আমান ও সাব্বির হোসেন শিশির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এসময় পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট খন্দকার একরামুল হক হীরা, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম, অ্যাডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন, এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, অ্যাডভোকেট এসএম আমানুল্লাহ আল আমান উপস্থিত ছিলেন।

অপর দিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি পদে মারুফ আহমেদ বিজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে এএস এম সাইদুল রাজ্জাক সাদ্দাম, সহ-সভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এহান উদ্দিন মনা, কোষাধ্যক্ষ পদে সাইফুল ইসলাম, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শফিউল আজম খান বকুল, সিনিয়র সদস্য পদে মোখলেসুর রহমান স্বপন এবং সদস্য পদে আল মামুন অনল ও তারিক আহমেদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এসময় আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি এডভোকেট কামরুল হাসান, আবু সালেহ মোঃ নাসিম, আফরোজা বেগম ফাতেমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে আনন্দবাস গ্রামের আহত সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলী মেনতা।
আজ শনিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস বাজারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ফেরদৌস আলী মেনতা তার বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেন বিজয় লাভের পর আমরা স্থানীয় নেতাকর্মী এবং সমর্থকদের সাথে নিয়ে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু করি।আনন্দ মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের সমর্থক মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে সেখানে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে অবস্থান নেয়ে তাদের কর্মীরা। আমরা মিছিলটি শান্তিপূর্ণ ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলি। মিছিলের অধিকাংশ লোকজন চলে যাওয়ার পর জিয়া বিশ্বাস আমাকে ডেকে আমার গলা চেপে ধরে এসময় জয়নাল নামের একজন হাতুড়ি ও রড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে। জিয়া বিশ্বাস ও তার ছেলে আমাকে কিলঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়ার পর তাদের ঘরের ছাদের উপর থেকে মিছিলে অংশ নেওয়া আমাদের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বৃষ্টির মত ইট পাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ফায়ার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এসময় মিছিলে অংশ নেয়া অসংখ্য কর্মী জখম হয়। এখনও আমাদের লোকজন চিকিৎসাধীন আছে। পরিকল্পিত ভাবে এই সহিংসতার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেনসহ আনন্দবাস গ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন নবগঠিত মন্ত্রিসভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল করেছে নেতা-কর্মীরা।

গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরদিন শুক্রবার (১২জানুয়ারি) উপজেলার বিভিন্ন প্রান্ত আসা নেতা-কর্মীরা কেদারগন্জ বাজারে জমায়েত হয়।

বিকাল ৫টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার নেতৃত্বে আনন্দ র্যালীটি মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

এসময় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগনও মিছিলে অংশ নেয়।এ সময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব, সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, জেলা পরিষদের সদস্য আজিমুল বারি মুকুল, উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন,সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দীন লাভলু সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার এর সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, সরকারের গত মেয়াদে ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। নতুন সরকারে এসে তাকে পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ফরহাদ হোসেনসহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ

হোসেন নৌকা প্রতিক নিয়ে টানা তৃতীয়বার মেহেরপুর ১ আসন থেকে জয়লাভ করেন। ফরহাদ হোসেনের পিতা মোহাম্মদ সহিউদ্দিন বিশ্বাস (১৯২৩-২১ মার্চ ১৯৯০) বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনি ২০২২ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী হলেন ফরহাদ হোসেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের জন্য ৩৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ফরহাদ হোসেন বিএল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনা সভা

কুষ্টিয়ায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজ মোড় মিলপাড়ায় জেলা শ্রমিকলীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক কেন্দ্র কমিটির সদস্য জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ আলী খান।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ মহসিন আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেনের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, জেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রিয়াজ আলী, ক্রীড়া সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আসাদুল হক খান, মোতালেব হোসেন, জেলা যুব শ্রমিক লীগের যুগ্ন আহবায়ক রবিউল ইসলাম, সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন প্রমুখ।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস হোসেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

বক্তারা বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে

ফিরে আসার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সবকিছুই অনিশ্চিত ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করেছেন। ওই সময়ে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে টিকে থাকতে পারবে না। বলা হয়েছে- বাংলাদেশ যদি উন্নয়ন করতে পারে তাহলে বিশ্বে আর কোনো দেশে উন্নয়ন অসম্ভব হবে না। তেমনই একটি বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে সকল আশঙ্কাকে দূরে ঠেলে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে পুনর্গঠন করেছেন বঙ্গবন্ধু। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব না দিলে অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হত না। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা সহসা দেশে প্রত্যাবর্তন করত না। বাংলাদেশ অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন লাভ করেছে তার কোনোটিই অর্জিত হত না।’

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গবন্ধু। আর তারই সুযোগ্য কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তারই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছেন।

আলমডাঙ্গা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর আওয়ামীলীগের উদ্দ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ পত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৯ টায় দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়। বেলা সাড়ে ১০টায় দলীয় কার্যালয়ে আওয়ামীলীগ অফিসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি।

ইসলাম,শাহাবুল হক, চুন্নু মিয়া, চপল মুন্সি, সেলিম,বঙ্গবন্ধু পরিষদের মানোয়ার হোসেন প্রমুখ। পরে দোয়া পরিচালনা করা হয়েছে। সাবেক পৌর কাউন্সিলর জাহিদুল ইসলাম, মামুন অর রশিদ হাসান। উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক শাহিন রেজা শাহিন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, যুবলীগ নেতা আসাদুল হক ডিটু,নেছার আহমেদ প্রিন্স, আরিফুল ইসলাম, বাইতুল, টাইগার, আনিস, রায়হান, সেলিম রেজা, ফারুক, রাজু, সুমন, হারুন অর রশিদ,সজিব, নিশান, সাইফুল, রফিকুল, রনি, সজিব, সনি প্রমুখ। পরে তবারক বিতরন করা হয়।

এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রী কলেজ ও মহিলা ডিগ্রী কলেজে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার শপথ নিতে ফোন পেলেন ফরহাদ হোসেন

নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অনেকেই ইতিমধ্যে ফোন পেয়েছেন তার ভিতরে ফোন পেয়েছেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আজ বুধবার (১০ জানুয়ারি) রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন ফোন দেওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

মো. মাহবুব হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীসহ ২৫ পূর্ণমন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী তালিকা পেয়েছি। তাদেরকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকার জন্য বলেছি।

এছাড়াও নতুন মন্ত্রীদের আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গণভবনে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর ১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে ৯৪৩০৩ ভোট পেয়ে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য

তবে নতুন মন্ত্রণালয়ে তাদের কি পদ দেওয়া হবে তা পূর্ণাঙ্গভাবে জানা যাবে দপ্তর বণ্টনের পর।

সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন চুয়াডাঙ্গা দুটি আসনের এমপিরা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এলাকা ৭৯ চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত টানা চারচার বারের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রতিকে বিজয়ী প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনের হাজী আলী আজগর টগর।

আজ বুধবার সকাল ১০টার সময় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়।এ সময় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী।

গত ৭ জানুয়ারি ২৯৯ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ২৯৮ আসনের ফল বেসরকারিভাবে ঘোষণা করে ইসি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ২২২, জাতীয় পার্টি ১১ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে নির্বাচিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জেতেন ৬২টি আসনে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে টানা চারবারের মতো সরকার গঠন করে।

৭৯ চুয়াডাঙ্গা ১ সংসদীয় আসনে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন তিনি মোট ৯৬ হাজার ২শত ৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।এ নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ঈগল প্রতীকে ৭২ হাজার ৭ শত ৬৮ ভোট পান।

৮০ চুয়াডাঙ্গা ২ সংসদীয় আসনে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ মনোনীত

প্রার্থী হাজী মোঃ আলী আজগার টগর তিনি মোট ১ লাখ ৭ হাজার ৫৯ ভোট পেয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।এ নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা ট্রাক প্রতীকে ৬০ হাজার ৮৩৪ ভোট পেয়েছিলেন।

গত ৭ জানুয়ারি রাতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেসরকারিভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের রিটার্নিং অফিসার জেলা প্রশাসক ড কিসিঞ্জার চাকমা।